আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

বলুনঃ ‘হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।

সূরা আল ইমরান ৬৩

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ মঙ্গলবার ॥ ১১ আগস্ট ২০২৬ ॥ ২৭ সফর ১৪৪৮ ॥ ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৬৮ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

বিএনপির পরিকল্পনা-কর্মসূচি সবসময়ই জনবান্ধব: প্রধানমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিএনপির সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সবসময়ই জনবান্ধব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন ২ এর পাতায় দেখুন

মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানীর আওতায় আসছে ৮৬,৭০৯ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানীর আওতায় আসছে দেশের ৮৬ হাজার ৭০৯টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ২ এর পাতায় দেখুন

‘দলীয় প্রভাব ও ঘুস-বাণিজ্যের চক্র পুনরায় সক্রিয় হওয়ার আশঙ্কা’

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা ম্যানেজিং কমিটির হাতে দেওয়ায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ২ এর পাতায় দেখুন

স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও থাকছে না পোস্টার আচরণবিধি চূড়ান্ত করল ইসি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় প্রতীকে করতে একগুচ্ছ সংশোধনী এনে আচরণবিধির খসড়া চূড়ান্ত করে ভেটিং ২ এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ ও জরুরি বন্ধু: তথ্যমন্ত্রী
ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমান মর্যাদায় বিশ্বাস করে যুক্তরাষ্ট্র: রাষ্ট্রদূত

গৌরনদী প্রতিনিধি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এম জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি এ স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের ‘ঘনিষ্ঠতম ও জরুরি বন্ধু এবং মিত্র’ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। বরিশালের গৌরনদী ক্যাথলিক চার্চে সোমবার বেলা ১১টার দিকে আয়োজিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের একসঙ্গে বসবাস এ এলাকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘদিন ধরে এখানকার মানুষ সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি চর্চা করে আসছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে সেই সম্প্রীতিই নতুন করে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ২ এর পাতায় দেখুন

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা
বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬০.৩৫%
জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৭৭৮ জন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

গত কয়েক বছরের মতো চলতি বছরও বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ-৫; উভয় ক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে মেয়েরা। তবে এ বছর পাসের হার বাড়লেও কমেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এছাড়া পাঁচটি বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি। এসএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬০ দশমিক ৩৫ শতাংশ। শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১ হাজার ৫১৫টি বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৮০ হাজার ৪৫৮ জন শিক্ষার্থী। পাস করেছে ৪৮ হাজার ৫৫৫ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ২৮ হাজার ৬০০ জন এবং ছাত্র ১৯ হাজার ৯৫৫ জন। সাধারণ এই শিক্ষাবোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৭৭৮ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ১ হাজার ৫৮৫ জন ছাত্রী এবং ১ হাজার ১৯৩ জন ছাত্র। এ বছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ২৩ হাজার ৮৬৭ জন। পাস করেছে ২০ হাজার ৪৬ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ১১ হাজার ১৩৯ জন এবং ছাত্র ৮ হাজার ৯০৭ জন। মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ৪৮ হাজার ৪৫০ জন। পাস করেছে ২৩ হাজার ৯০৭ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ১৫ হাজার ৪৪৩ জন এবং ছাত্র ৮ হাজার ৪৬৪ জন। আর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে অংশ নিয়েছে ৮ হাজার ১৪১ জন। পাস করেছে ৮ হাজার ৬০২ জন। ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল বোর্ডে ৫টি বিদ্যালয়ে পাস করেনি কেউ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় ১৫টি বিদ্যালয়ে শতভাগ পাস করলেও পাঁচটি বিদ্যালয় থেকে অংশ নেওয়া কোনো শিক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি। এর মধ্যে বরিশাল জেলার দুটি, ঝালকাঠির দুটি এবং পিরোজপুর জেলার একটি বিদ্যালয় রয়েছে। গত বছর পাস করা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৭টি। সোমবার (১০ আগস্ট) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শরীফ মোর্শেদ রেজা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা বোর্ডের সচিব অধ্যাপক আব্দুস সালাম। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১ হাজার ৫১৫টি বিদ্যালয়ের ২ এর পাতায়

তদন্তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বরিশালে সাবেক ডিসি খায়রুলের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বরিশালের সাবেক জেলা প্রশাসক মো. খায়রুল আলম সুমনের বিরুদ্ধে ৬২ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব মো. মখলেছুর রহমান ও উপসচিব শারমিন ইয়াসমিন বরিশালে এসে তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে ঢাকায় ফিরেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটির সদস্যরা বরিশাল জেলা প্রশাসনের বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি)সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে লিখিত, ভিডিও ও মৌখিক বক্তব্য নেওয়ার পাশাপাশি অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাই এবং সরেজমিন অনুসন্ধান করেছেন। এর আগে গত ৯ জুলাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব মো. মখলেছুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং একই বিভাগের উপসচিব শারমিন ইয়াসমিনকে সদস্য করে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সূত্র জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে বরিশালের হিজলা, মুলাদী ও মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় অতিরিক্ত অস্থায়ী ভোটকক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র দেখিয়ে ৬২ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে সাবেক জেলা প্রশাসক মো. খায়রুল ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল বিভাগে পাসের হারে শীর্ষে পিরোজপুর

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বরিশাল বিভাগের মধ্যে পাসের হারে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে পিরোজপুর জেলা। এ জেলায় পাসের হার ৭০ দশমিক ৭২ শতাংশ। আর বরিশাল বিভাগের গড় পাসের হার ৬০ দশমিক ৩৫ শতাংশ। সোমবার (১০ আগস্ট) সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শরীফ মোর্শেদ রেজা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা বোর্ডের সচিব অধ্যাপক আবদুস সালাম। শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ বছর পিরোজপুর জেলায় মোট ১০ হাজার ২ এর পাতায় দেখুন

ববি শিক্ষার্থীর গায়েবানা জানাজা শেষে ফের মহাসড়ক অবরোধ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ইয়াসিন আরাফাতের গায়েবানা জানাজা শেষে আবারও বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সোমবার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন তারা। এর আগে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিহত শিক্ষার্থী ইয়াসিন আরাফাতের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টরা অংশ নেন। জানাজা শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবিগুলো ২ এর পাতায় দেখুন

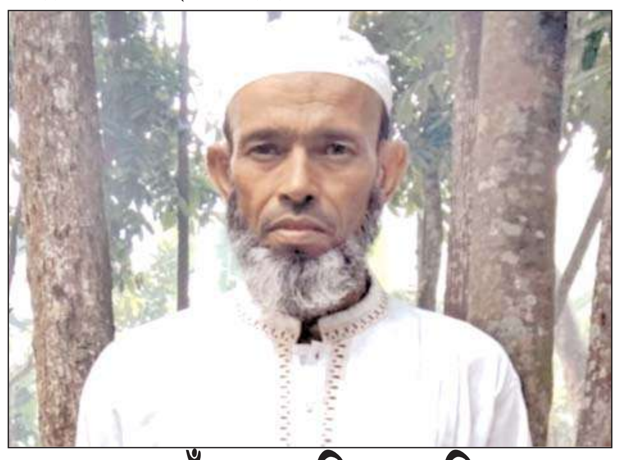

ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রাণ গেল বাবার

নলছিটি প্রতিনিধি

ঝালকাঠির নলছিটিতে ছেলেকে প্রতিপক্ষের হামলা থেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্কাস খান (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর ছেলে জসিম খান (৩২) গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রোববার বিকেলে উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত আক্কাস খানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জসিম খানের সঙ্গে প্রতিবেশী সজল খানের বিরোধ চলছিল। এর জেরে বিকেলে বাড়ির সামনের রাস্তায় জসিমকে একা পেয়ে সজল, তাঁর বাবা সেলিম খান ও ভাই শফিক খানসহ কয়েকজন হামলা চালান। জসিমের চিৎকার শুনে আক্কাস খান ঘটনাস্থলে গেলে হামলাকারীরা তাঁকেও মারধর করেন এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। এতে বাবা ও ছেলে দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নলছিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে আক্কাস খানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হচ্ছিল। পথে তাঁর মৃত্যু হয়। জসিম ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে চড়া সবজি ও মাছের বাজার, বিপাকে সাধারণ ক্রেতারা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালে বেশ কিছুদিন ধরেই চড়া মূল্যে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের সবজি। এমন অবস্থায় বিড়ম্বনায় পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। ব্যবসায়ীদের দাবি, অতি বৃষ্টির কারণে বীজতলা তলিয়ে যাওয়ায় সবজির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে সবজির দামে প্রভাব পড়েছে। তবে সরবরাহ স্বাভাবিক হলে দাম কমবে। সোমবার (১০ আগস্ট) সকালে বরিশাল নগরীর পোর্ট রোড মাছের বাজার ও বহুমুখী সিটি মার্কেট পাইকারি সবজির বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। পাইকারি সবজির বাজার ঘুরে দেখা গেছে, কাঁচামরিচ গত এক সপ্তাহ ধরে ২৫০-২৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। তবে ইন্ডিয়া থেকে কাঁচামরিচ আমদানি হওয়ায় কিছুটা কমেছে দাম। দুই দিন ধরে কাঁচামরিচ ১২০-১৫০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। পেঁপে প্রতি কেজি ৩৫ টাকা, পটোল ৫০-৬০, বেগুন ৮০, লাউ প্রতি পিস ৪০, মিষ্টি কুমড়া ৪০, শসা ৬০, চিচিঙ্গা ৪০, ঢেঁড়স এবং ঝিঙে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এসব সবজি খুচরা বাজারে দ্বিগুণ দামে ২ এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদরাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫০ জন

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদরাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫০জন। মাদরাসা থেকে এ বছর ২৭৯ জন অংশ নিয়ে, কৃতকার্য হয়েছে ২৫২ জন এবং অকৃতকার্য হয়েছে ২৭জন। জিপিএ-৫ পাওয়া ৫০ জন বাদে বাকিরা সবাই বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। মাদরাসাটির পাশের হার ৯০.৩৩%। পাশের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হারে মাদরাসাটি এবছরেও মাদরাসা বোর্ডে অন্যতম শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। হযরত কায়েদ ছাহেব হুজুর রহ. ১৯৫৬ সালে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

কৃষকবান্ধব পদক্ষেপ নিন

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষকের সমস্যা-সংকটের যেন অন্ত নেই। দিনে দিনে কৃষি খাতে নানা সুফল এলেও কৃষকের ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ জরিপেও এমন হতাশাজনক চিত্র উঠে এসেছে। দেখা গেছে, উৎপাদন যে হারে বেড়েছে, সেই অনুযায়ী কৃষকের আয় বাড়েনি। এতে কৃষকসমাজ যে দুর্বিপাকে ছিল, সেখানেই রয়ে গেছে। জরিপের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, দেশের খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে সবচেয়ে ভরসার জায়গা হলেন ক্ষুদ্র কৃষক। দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি তাঁদের হাতে, অথচ আয়, জমির মালিকানা, জীবনমানসহ প্রায় সব সূচকেই তাঁরা বড় কৃষকদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ব্যবধান ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। গত মঙ্গলবার প্রকাশিত বিবিএসের 'সার্ভে অন ইনকাম অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি অব স্মল-স্কেল ফুড প্রডিউসার্স ২০২৫' জরিপের উদ্দেশ্য ছিল 'ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদকদের শ্রম উৎপাদনশীলতা' এবং 'ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদকদের গড় আয়ের' পরিমাপ যাচাই করা। এই জরিপে দেশের আট বিভাগের ফসল, বনায়ন, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসহ পাঁচটি কৃষি খাতের ১২ হাজার ৮৭৯টি খামার পরিবারের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরিপের ফল বলছে, দেশের মোট খাদ্য উৎপাদকদের ৫৩.৬৫ শতাংশই ক্ষুদ্র কৃষক। জাতীয় পর্যায়ে শ্রম দিবসপ্রতি গড় উৎপাদনশীলতা এক হাজার ৮৬৮ টাকা। কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষেত্রে এই অঙ্ক মাত্র এক হাজার ৪৯৪ টাকা, অন্যদিকে বড় কৃষকদের ক্ষেত্রে সেটি দুই হাজার ৩০১ টাকা। জমির মালিকানার ক্ষেত্রেও একই বৈষম্য বিদ্যমান। তবে বহুবর্ষজীবী ফসল, বনায়নের মতো কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষকরা বড় কৃষকদের থেকে এগিয়ে রয়েছেন। জীবনমানের দিকে লক্ষ করলেও দেখা যায়, প্রায় ৫০ শতাংশ কৃষক পরিবারের ঘরের মেঝে এখনো মাটির। এলপিজি ব্যবহারকারী পরিবারের হার মাত্র ৫.৭ শতাংশ। এ ছাড়া কৃষক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ১৭ শতাংশের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। আমাদের কৃষি খাতে নির্মম বাস্তবতা হলো, দেশের কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করেন ঠিকই, কিন্তু নিজের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকে না। বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকরা ঋণ করে অন্যের জমিতে চাষ করে ফসল ফলান, শেষ পর্যন্ত বাজারে গিয়ে দেখেনড় উৎপাদন খরচও উঠছে না। কম দামে ফসল বেচতে বাধ্য হন। তাই ভাগ্যের চাকাও আর ঘোরে না। আমরা মনে করি, দেশের খাদ্য উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি ক্ষুদ্র কৃষকের আয় বাড়াতে সরকারকে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের প্রচলিত বাজারকাঠামোর আমূল সংস্কার করতে হবে। সর্বোপরি ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কার্যকর ও লক্ষ্যভিত্তিক নীতি সহায়তার প্রয়োজন।

বরিশাল বিভাগে পাসের

১২২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেয় ৯ হাজার ৮৪৫ জন। এর মধ্যে ছেলে শিক্ষার্থী ৪ হাজার ৪৯২ জন এবং মেয়ে শিক্ষার্থী ৩ হাজার ২৯৭ জন। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোট ৬ হাজার ৯৬২ জন পাস করেছে এবং ২ হাজার ৮৮৩ জন অকৃতকার্য হয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৪৬ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ছেলে ১২০ জন এবং মেয়ে ২২৬ জন।ফলাফলে দেখা গেছে, জিপিএ-৫ অর্জনের ক্ষেত্রেও মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। গত বছর পিরোজপুর জেলায় পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ। সে বছরও বরিশাল বিভাগের মধ্যে পাসের হারে শীর্ষে ছিল পিরোজপুর। এক বছরের ব্যবধানে এ জেলায় পাসের হার বেড়েছে ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গত বছর পিরোজপুর জেলায় ১০ হাজার ৩১৩ জন পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৬ হাজার ৭৪৩ জন পাস করেছিল। পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ছিল ২ হাজার ৬০৯ জন এবং ছাত্রী ৪ হাজার ১৩৪ জন। শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শরীফ মোর্শেদ রেজা জানান, গড় পাসের হারে পিরোজপুর জেলার অবস্থান বরিশাল বিভাগে সবার শীর্ষে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বরগুনা জেলা।

বরিশাল বোর্ডে পাসের হার

এর মধ্যে ছাত্রী ২ হাজার ১৮ জন এবং ছাত্র ২ হাজার ৫৮৪ জন। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৬ জেলার মধ্যে পাসের হারে এগিয়ে রয়েছে পটুয়াখালী জেলা। ওই জেলার ২৭৩টি বিদ্যালয় থেকে ১১ হাজার ৩০৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৮ হাজার ৫৮২ জন এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২৮ জন। এরপর বরগুনা জেলার ১৬০টি বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৬ হাজার ৪২৩ জন। পাস করেছে ৫ হাজার ২৫২ জন এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৪৮ জন। বরিশালের ৪৩৪টি বিদ্যালয় থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে ২০ হাজার ৩৪৭ জন। পাস করেছে ১৬ হাজার ৫৪ জন এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ২৭৫ জন। পিরোজপুরের ২৫৪টি বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ৮ হাজার ৮৯ জন। পাস করেছে ৬ হাজার ৯৬২ জন এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৪৬ জন। ভোলা জেলার ২২১টি বিদ্যালয় থেকে এ বছর পরীক্ষা দিয়েছে ১১ হাজার ২৫৭ জন। পাস করেছে ৭ হাজার ৬২৫ জন এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৪০ জন। ঝালকাঠিতে ১৭৩টি বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ৫ হাজার ৩০৬ জন। পাস করেছে ৪ হাজার ৮০ জন এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৪১ জন। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন পাঁচটি বিদ্যালয় থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৩৩ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে একজনও পাস করতে পারেনি। একইভাবে অপর সাতটি বিদ্যালয় থেকে ১২৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে মাত্র ১০ জন। এর মধ্যে পাঁচটি বিদ্যালয় থেকে একজন করে এবং দুটি বিদ্যালয় থেকে দুই ও তিনজন করে পরীক্ষার্থী পাস করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ ও জরুরি

অগ্রগতির সঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। এ জন্য দেশের সব মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি। তিনি আরও বলেন, এটি শুধু সুখ-শান্তির বিষয় নয়; দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে না পারলে নাগরিকদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তুলে ধরে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, দেশের তৈরি পোশাকশ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের অন্যতম প্রধান বাজার। পাশাপাশি বাংলাদেশি অভিবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সও দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে কাজ করছে। সেই বিবেচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাস্তবিক অর্থেই বাংলাদেশের 'সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম এবং জরুরি বন্ধু ও মিত্র'। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সব ধর্মের মানুষের সমান মর্যাদায় যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে। বাংলাদেশেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার চর্চা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রদূত বলেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সব ধর্মের মানুষের সমান মর্যাদা যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। ভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার পরিবেশ বজায় রাখার ওপরও তিনি গুরুত্ব দেন। এর আগে আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে কেন্দ্র করে গৌরনদী ক্যাথলিক চার্চে মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিনিময় হয়। বক্তারা বিভিন্ন ধর্মের মানুষের দীর্ঘদিনের সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেন। চার্চের ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গোমেজের সভাপতিত্বে সংলাপটি সঞ্চালনা করেন গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইব্রাহীম। এতে বক্তব্য দেন গৌরনদী উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব শরীফ জহির সাজ্জাদ হান্নান, আগৈলঝাড়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব বশির আহম্মেদ পান্না, ধর্মীয় নেতা মাওলানা আসাদুজ্জামান, যতীন্দ্রনাথ মিস্ত্রি ও ফাদার মাইকেল দেউরি। অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের দুই দিনের বরিশাল সফরের শেষ দিনে বিভিন্ন দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের কর্মসূচি ছিল। এর অংশ হিসেবে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয় পরিদর্শন করেন এবং গৌরনদী ক্যাথলিক চার্চে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশ নেন। সংলাপ শেষে দুপুরে গৌরনদী উপজেলার সরিকল এলাকায় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের বাসভবনে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও

(বৈধতা) করতে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও পোস্টার থাকবে না। তবে ব্যানার, ফেস্টুন, হ্যান্ডবিল আর বিলবোর্ড কোন সাইজের হবে, তা নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি), পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এ পাঁচ আচরণবিধির খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। সোমবার নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহেমদ বলেন, স্থানীয় সরকারের পাঁচ স্তরের নির্বাচনের আচরণবিধি ইসির অনুমোদন হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ভেটিং হলে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে। গত জুলাই মাসে জাতীয় সংসদে নির্দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আইন পাসের পরে আচরণ বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেয় ইসি। এর আগে গত জুনে আচরণবিধির খসড়া ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়, এ নিয়ে মতামতও নেওয়া হয়েছে। সবকিছু পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। ২০১৬ সালের আচরণবিধি বাদ দিয়ে স্থানীয় সরকারের সব স্তরের জন্য এবার নতুন করে নির্বাচন আচরণ বিধিমালা হচ্ছে। সচিব আখতার আহেমদ জানান, খসড়া যেভাবে প্রকাশ হয়েছিল, প্রায় একই রকম রাখা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দগত পরিমার্জন-সংযোজন হয়েছে। সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধির সঙ্গে সমন্বয় রেখে পোস্টার বাদ দিয়ে প্রচারণার অন্য বিষয়গুলো রাখা হয়েছে। ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণার সুযোগ থাকলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব নির্বাচনে পোস্টার বাদ দিয়ে ব্যানার, লিফলেট, ফেস্টুনের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো বিলবোর্ড ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সিটি করপোরেশন ও ইউপি ভোটে প্রতি ওয়ার্ডে নির্ধারিত পরিমাপে একটি করে; উপজেলা ভোটে সর্বোচ্চ ২০টি ও জেলা পরিষদে প্রতি থানা বা উপজেলায় একটি করে বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাবে। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদের সংজ্ঞায় অন্যদের সঙ্গে মেয়রের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সিটি, উপজেলা, পৌর, জেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের ভোটে প্রচারণায় অংশ নিতে নিষেধ করা হয়েছে। ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের সুযোগ রাখার পাশাপাশি এআইয়ের অপব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণার খরচও দেখাতে হবে নির্বাচনী ব্যয়ে। আচরণবিধি লঙ্ঘনে জরিমানা বাড়িয়ে সবক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। মাইকে প্রচারের সময় দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে ক্যারাভান বা ভ্রাম্যমাণ বাহনেও প্রচারের সুযোগ রাখা হয়েছে। ভোটের সময় নির্বাচন পরিচালনার কাজে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সার্কিট হাউস, রেস্টহাউস ও ডাকবাংলো ব্যবহারে অগ্রাধিকারের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে সব আচরণবিধিতে। নির্বাচনে ব্যানার, লিফলেট, ফেস্টুনের পাশাপাশি বিলবোর্ডের আকার-আয়তন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রচারসামগ্রী হবে সাদা-কালো রঙের। ভোটের প্রচারে পোস্টার নিষিদ্ধ রয়েছে।

দলীয় প্রভাব ও ঘুস-বাণিজ্যের

স্বজনপ্রীতি, দলীয় প্রভাব ও ঘুস-বাণিজ্যের পুরোনো চক্র পুনরায় সক্রিয় হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। একই সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে দলটি। সোমবার (১০ আগস্ট) জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এক বিবৃতিতে নিন্দা জানিয়ে এসব কথা বলেছেন। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির হাতে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ৩ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এনটিআরসিএ'র সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আয়োজিত এক সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তিনি বলেন, সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয় প্রভাব ও ঘুস-বাণিজ্যের পুরোনো চক্র পুনরায় সক্রিয় হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো যোগ্য, মেধাবী ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ। সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার দায়িত্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হলে শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাব বিস্তার এবং আর্থিক লেনদেনের সুযোগ তৈরি হবে। এই জামায়াত নেতা আরও বলেন, এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করার যে প্রক্রিয়া চালু রয়েছে, তা শিক্ষক নিয়োগে মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে একজন প্রার্থী নিজ যোগ্যতায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে। একই সঙ্গে এই প্রক্রিয়া শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছে।

মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানীর

৮২ হাজার ৬৫৬টি মসজিদ, ৩ হাজার মন্দির, ৭৫২টি বৌদ্ধ বিহার ও ৩০১টি গির্জা রয়েছে। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট ২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪ জন ধর্মীয় নেতা এ সুবিধার আওতায় আসবেন। চলতি মাসেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। সোমবার (১০ আগস্ট) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য মাসিক সম্মানী ও প্রশিক্ষণভিত্তিক কল্যাণ ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে গঠিত সেলের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী পদমর্যাদা) ও সেলের সভাপতি মো. ইসমাইল জবিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, শরীয়তপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও হুইপ মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু, গাইবান্ধা-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শামীম কায়সার, ধর্মসচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ, সমাজকল্যাণ সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফসহ সেলের অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে সম্মানী ভাতার জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ১৫টি মসজিদ নির্বাচন করা হবে। পৌরসভাগুলোর মধ্যে 'ক' শ্রেণির পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে চারটি, 'খ' শ্রেণির পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিনটি এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে দুটি মসজিদ নির্বাচন করা হবে। এছাড়া সিটি করপোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ছয়টি করে মসজিদ নির্বাচন করা হবে। অন্যদিকে, প্রতিটি উপজেলা থেকে পাঁচটি করে মন্দির নির্বাচন করা হবে। এর মধ্যে 'ক' শ্রেণির পৌরসভার প্রতিটি থেকে দুটি এবং অন্যান্য শ্রেণির পৌরসভার প্রতিটি থেকে একটি করে মন্দির নির্বাচন করা হবে। অবশিষ্ট মন্দির ইউনিয়ন পর্যায় থেকে নির্বাচন করা হবে। আর বৌদ্ধ বিহার ও গির্জার সংখ্যা জেলাভিত্তিক ২৫ শতাংশ হারে নির্ধারণ করা হবে। এ কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ও গির্জার যাজক প্রত্যেকে মাসে ৫ হাজার টাকা করে সম্মানী পাবেন। এ ছাড়া মসজিদের মুয়াজ্জিন, মন্দিরের সেবাইত, বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষ ও গির্জার সহকারী যাজক পাবেন ৩ হাজার টাকা করে। মসজিদের খাদেমকে দেওয়া হবে মাসিক ২ হাজার টাকা। সম্মানীর এ অর্থ সরাসরি উপকারভোগীদের ব্যাংক হিসাবে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার বা ইএফটির মাধ্যমে পাঠানো হবে। মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ে কর্মরত ধর্মীয় নেতাদের মাসিক সম্মানী দেওয়ার জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ অর্থবছরে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ধর্মীয় উপাসনালয় রাষ্ট্রীয় এ সুবিধার আওতায় আসবে। পরবর্তী তিন অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে দেশের শতভাগ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় এ সুবিধার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পাইলট প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬ হাজার ১৭টি নির্বাচিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, পুরোহিত, সেবাইতসহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে কর্মরত মোট ১৩ হাজার ৯৪৯ জনকে প্রথমবারের মতো সম্মানী দেওয়া হয়। সরকার গঠনের এক মাস না পেরোতেই গত ১৪ মার্চ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

বিএনপির পরিকল্পনা-কর্মসূচি

দেশ ও জনগণের উন্নয়নে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা খালেদা জিয়ার 'ভিশন ২০৩০' এবং বর্তমানে রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফার প্রতিটি রূপকল্প ও লক্ষ্যের সঙ্গে এমডিজি কিংবা বর্তমানের এসডিজির খুব বেশি অমিল নেই। তারেক রহমান বলেন, এসডিজির মূলনীতি 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়'- এর সঙ্গে বর্তমান সরকারের জননীতিরও মিল রয়েছে। সব শ্রেণি-পেশার তথা জনগণের স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে 'সবার জন্য বাংলাদেশ'। সোমবার (১০ আগস্ট) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'এসডিজি অর্জনে পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত কাঠামো: নীতি, অংশীদারত্ব ও অগ্রাধিকার' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন-২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ যেভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে, একইভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে চলছে। এমডিজির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সম্মেলনে তথ্যবহুল আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ফ্যাসিবাদী শোষণ-শাসন বাংলাদেশকে একটি ঋণনির্ভর ও আমদানিনির্ভর ভঙ্গুর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশসহ সব ক্ষেত্রে ভঙ্গুর এই রাষ্ট্রটি এবার পুনর্গঠনের পালা। দেশ পুনর্গঠনের এই যাত্রাপথে এসডিজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত অর্থনৈতিক কাঠামো বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। এই কাঠামো দেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সমন্বিত করেছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত 'সংস্কার ও উন্নয়নের পাঁচ স্তম্ভের' মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, জেন্ডার সমতা ও জলবায়ু সহনশীলতা এবং সুশাসন- এসডিজির এসব মূল অগ্রাধিকারই প্রতিফলিত হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

বরিশাল বোর্ডে ৫টি বিদ্যালয়ে

মধ্যে ১৫টি বিদ্যালয়ের শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে বরিশাল জেলায় সর্বোচ্চ সাতটি, পিরোজপুরে তিনটি, বরগুনায় দুটি, ভোলায় দুটি এবং ঝালকাঠিতে একটি বিদ্যালয় রয়েছে। তিনি জানান, বোর্ডের অধীন ৯৩৯টি বিদ্যালয়ে পাসের হার ৫০ শতাংশের বেশি। এছাড়া ৫৫৬টি বিদ্যালয়ে পাসের হার ৫০ শতাংশের নিচে। এদিকে, পাঁচটি বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে ঝালকাঠি জেলা সদরের সাওরাকাঠি নব আদর্শ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৭ জন, কাঠালিয়া উপজেলার বানাই রাবেয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৬ জন, পিরোজপুর জেলা সদরের পোরগোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৮ জন, বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার কেরামত গায়জাউদ্দীন নূরমোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৫ জন এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম রতনপুর পঙ্কজ দেবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৭ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে কোনো শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

ববি শিক্ষার্থীর গায়েবানা জানাজা

আদায়ে আবারও মহাসড়কে অবস্থান নেন। রোববার (৯ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন দপদপিয়া ব্রিজ এলাকায় বিআরটিসি বাস ও যাত্রীবোঝাই একটি মাহিন্দ্রার মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও অন্তত চারজন আহত হন। আহতদের মধ্যে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ইয়াসিন আরাফাত গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর আরাফাতকে উদ্ধার করে বরিশালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন রোববার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়। আরাফাতের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ শুরু করেন। এর আগে শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবি উত্থাপন করেন। দাবিগুলো হলো- ১. ইয়াসিন আরাফাতের সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বহন করতে হবে। ২. আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক মেরামত করতে হবে। ৩. বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রূপাতলী পর্যন্ত সার্বক্ষণিক বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পাশে ফুটপাত চালু করতে হবে। এদিকে, আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীরা নতুন আরও কয়েকটি দাবি জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে নিহত শিক্ষার্থীর পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া, তার পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরির ব্যবস্থা করা এবং এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী রাজিব বলেন, 'আমরা আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলমান রাখব। প্রশাসনকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ওই পরিবারের একজনকে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির যারা এই ঘটনায় জড়িত, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাবি আদায় না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি না।' শিক্ষার্থীরা জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। বর্তমানে মহাসড়কে তাঁদের অবরোধের কারণে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের

খানকে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্বজনেরা চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে জানান, মাথায় গুরুতর আঘাত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আক্কাস খানের মৃত্যু হয়েছে। নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পালিয়ে গেছে। তাঁদের আটকের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদরাসা

প্রায় সাড়ে ৫ হাজার ছাত্রের পদচারণায় মুখরিত এ মাদরাসা অনার্স, মাস্টার্সসহ দাখিল, আলিম ও ফাজিল, কামিল (হাদিস, তাফসির, ফিকহ ও আদব) ফলাফলে শীর্ষ স্থান অর্জনকারী দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের এ সাফল্যের জন্য অধ্যক্ষ মুফতি গাজী মুহম্মদ শহিদুল ইসলাম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। সাফল্যের কারণ হিসেবে তিনি সুন্নতে নববীর পরিপূর্ণ অনুসরণ ও আওলিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত পথের পাবন্দ হওয়ার পাশাপাশি আমীরুল মুছলিহীন হযরত মাওলানা মুহম্মদ খলীলুর রহমান নেছারাবাদী হুজুরের বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতার কথা জানান। তিনি আরও বলেন, 'দলীয় রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গণ, অভিভাবক সম্মেলনসহ শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন, আবাসিক ছাত্রদের জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও টিউটর দ্বারা আবাসিক ক্লাস ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহে এ প্রতিষ্ঠান বরাবরই গৌরবোজ্জ্বল ফলাফল লাভ করছে।' ভালো ফলাফল ও এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য শিক্ষক, অভিভাবকসহ সর্বমহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

বরিশালে চড়া সবজি ও মাছের

বিক্রি করতে দেখা গেছে। এমন অবস্থায় বাজারে গিয়ে বিপাকে সাধারণ ক্রেতারা। বাংলাবাজারে আসা আমজেদ হোসেন বলেন, কিছুদিন আগেও সবজির দাম নাগালের মধ্যে ছিল, এখন আবার সব ধরনের সবজির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজার মনিটরিং না থাকার কারণে এমন দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরেক ক্রেতা ফারুক বলেন, ক'দিন আগেও সব ধরনের সবজির দাম ৫০ টাকার নিচে বিক্রি হয়েছে, এখন কোনো সবজি ১০০ টাকার নিচে নেই। আস্তে আস্তে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি, গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে কমেছে সবজির সরবরাহ। যার প্রভাব পড়েছে দামে। বহুমুখী সিটি মার্কেট পাইকারি সবজির বাজারের শুভ নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, অতি বৃষ্টির কারণে বীজতলা তলিয়ে যাওয়ায় সবজির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে সবজির দামে প্রভাব পড়েছে। তবে সরবরাহ স্বাভাবিক হলে দাম কমবে। একই চিত্র নগরীর পোর্ট রোড পাইকারি মাছ বাজারেও। নদীর মাছের সরবরাহ না থাকায় চাহিদা ও দাম দুটোই বেড়েছে চাষের মাছের। সপ্তাহ ব্যবধানে আকার ও প্রকারভেদে বিভিন্ন মাছের দাম কেজিতে ৫০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এতে পছন্দের মাছ কিনতে না পারার আক্ষেপ ক্রেতাদের মধ্যে। ফাহাদ নামে এক ক্রেতা বলেন, এক কেজি চিংড়ি মাছ ৫৫০ থেকে ৬০০ টাকায় কিনেছি। এখন সেই চিংড়ি মাছ ১৩০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। একইভাবে অন্যান্য মাছের দামও বেড়েছে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী পছন্দের মাছ কিনতে না পেরে তেলাপিয়া ও পাঙ্গাশ মাছ কিনতে হয়। আরেক ক্রেতা জহির বলেন, এখন সাধারণ মানুষের পক্ষে ভালো কোনো জাতের মাছ কেনা সম্ভব নয়। আর ইলিশ তো এখন স্বপ্ন। আগে এক হাজার টাকা নিয়ে বাজারে এলে মাছ-সবজি দুটোই কেনা যেতো, এখন এক হাজার টাকায় এক ধরনের মাছই কেনা যায় না। তাই সাধ্যের মধ্যে দুই কেজি পাঙ্গাশ মাছ কিনেছি। এদিকে কিছুটা স্বস্তি রয়েছে মুরগির বাজারে। কিছু দিন ধরে প্রতি কেজি ব্রয়লার ১৬৫ টাকা, লেয়ার ৩৬৫, আর সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ২৯০ টাকায়। তবে অপরিবর্তিত রয়েছে গরু ও খাসির মাংসের দাম।

বরিশালে সাবেক ডিসি খায়রুলের

আলম সুমনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, ওই অর্থ বিভিন্ন বিলের সঙ্গে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিল-ভাউচার নেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া রিটার্নিং কর্মকর্তার কন্ট্রোল রুম, ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও তাঁর দপ্তর এবং নির্বাচন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত পর্যবেক্ষক দলসহ বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ করা ১৪ লাখের বেশি টাকা খরচ না করেও বিল-ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয়ের অভিযোগ রয়েছে। আরও অভিযোগ রয়েছে, বরিশাল সদরসহ ১০টি উপজেলায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন ও নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নিয়োজিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের আপ্যায়ন বাবদ বরাদ্দ ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকার বড় একটি অংশ আত্মসাতের চেষ্টা করা হয়। কয়েকজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আপত্তির কারণে পুরো অর্থ আত্মসাৎ করা সম্ভব হয়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর আগে গত ১১ ও ১৪ মে সাবেক জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ নিয়ে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে দৈনিক আমার দেশ। প্রতিবেদন প্রকাশের পর বরিশালসহ বিভিন্ন মহলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তার অপসারণ ও অভিযোগ তদন্তের দাবি ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গত ৯ জুলাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দুই কর্মকর্তাকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন অনুসন্ধান ও তথ্য যাচাইয়ের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে ১৯টি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট নথি চাওয়া হয়েছে। তদন্ত করে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। সূত্র আরও জানায়, তদন্ত কমিটি সাবেক জেলা প্রশাসকের দায়িত্বকালীন বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম, অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট নথির সঙ্গে মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার মিল-অমিল যাচাই করেছে। তদন্ত কমিটি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে বরিশাল জেলায় নির্বাচন কমিশনের খাতওয়ারি বরাদ্দের তথ্য চেয়েছে। একই সঙ্গে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দেওয়া অর্থের বিতরণ বিবরণী এবং সম্মানী ছাড়া অন্যান্য খাতে নির্বাচন কমিশনের বরাদ্দ থেকে করা ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত ভোটকেন্দ্র, ভোটকক্ষ ও দুর্গম কেন্দ্রের তালিকা এবং হিজলা, মুলাদী ও মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের পাঠানো দুর্গম কেন্দ্রের মূল প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। দুর্গম কেন্দ্রের প্রস্তাব সংশোধন করা হয়ে থাকলে তার কারণ, অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদিও চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন থেকে দুর্গম কেন্দ্র বাবদ পাওয়া অতিরিক্ত ৬২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দের কপি এবং সংশ্লিষ্ট তিন উপজেলার ইউএনওদের অতিরিক্ত বরাদ্দের অর্থ ব্যয়ের বিবরণও চাওয়া হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। তদন্ত কমিটি কী কী বিষয়ে তথ্য চেয়েছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মন্তব্য করতে রাজি হননি। বরিশালে নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক মামুন খন্দকার দৈনিক আমার দেশকে বলেন, 'সাবেক জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে একটি টিম গত বৃহস্পতিবার বরিশালে এসেছিল। ইতোমধ্যে তারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ঢাকায় চলে গেছে। কবে এবং কোন কোন বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে আমি জানি না।' বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদ বলেন, 'তদন্ত কমিটির সদস্যরা বরিশালে এসে তাদের তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করেছেন। তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে তারা ঢাকায় ফিরে গেছেন।' তদন্তের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, কোন কোন বিষয়ে তদন্ত হয়েছে, তা তিনি জানেন না। না।

রাজাপুরে জাহাজের ধাক্কায় সেতু

ঢালাইয়ের সেতুটি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ফলে, বালুবাহী জাহাজ খাল দিয়ে যাওয়ার সময় সেতুতে ধাক্কা দিলে তা ভেঙে পড়ে। এরপর ওই সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় রাজাপুর উপজেলার আরুয়া, সোনারগাঁওসহ আশপাশের এলাকার মানুষের পাশাপাশি কাঁঠালিয়া ও ভান্ডারিয়া উপজেলার বড় একটি অংশের বাসিন্দারা সরাসরি সড়ক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। বিকল্প পথে চলাচল করতে গিয়ে স্থানীয়দের সময় ও খরচ দুটোই বেড়ে গেছে। এ সড়কের ওপর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা নির্ভরশীল। বিশেষ করে অগ্রগতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আশপাশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতকারী শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে। সেতু ভেঙে যাওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী সময়মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে পারবে কিনা, তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা তাসলিমা বেগম বলেন, 'সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় আমাদের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষার্থী, রোগী, ব্যবসায়ীসহ সব শ্রেণির মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন। দ্রুত সেতুটি নির্মাণ করে যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে হবে।' তারা অভিযোগ করেন, খালে অবৈধভাবে বালু পরিবহনের কারণে সেতুতে জাহাজের ধাক্কা লেগেছে। তাদের দাবি, যে জাহাজের ধাক্কায় সেতুটি ভেঙেছে, সেটি দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি, সেতু নির্মাণের ব্যয় সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায়েরও দাবি জানান তারা। রাজাপুর উপজেলা এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, 'দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে। বালুর জাহাজের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এসএসসি ফলাফলে বাউফলে

শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। তারা নিয়মিত ক্লাস, অতিরিক্ত পাঠদান ও বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে আমাদের প্রস্তুত করেছেন। এ কারণেই আমরা উপজেলার মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করতে পেরেছি।” বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদৌসি শিরিন বলেন, “শিক্ষার মানোন্নয়নে নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম নিশ্চিত করা, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা, নিবিড় তদারকি এবং অভিভাবকদের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও পরিচালনা কমিটির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এ সাফল্য এসেছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. মেহেদী হাসান রাসেল বলেন, “উপজেলায় সর্বাধিক জিপিএ-৫ অর্জন আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং বর্তমান সভাপতি হিসেবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, অভিভাবকদের ত্যাগ এবং প্রধান শিক্ষকের দূরদর্শী নেতৃত্ব এ সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাউফল উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার মো. নুরনবী বলেন, এসএসসি ফলাফলে কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপজেলায় সর্বাধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। এটি নিঃসন্দেহে বাউফলের শিক্ষা অঙ্গনের জন্য একটি আনন্দের সংবাদ। উল্লেখ্য, চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে সারা দেশের মতো বাউফল উপজেলাতেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জিপিএ-৫ অর্জনের প্রতিযোগিতা ছিল লক্ষণীয়। সেই প্রতিযোগিতায় ১৬টি জিপিএ-৫ অর্জন করে কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপজেলার শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে।

বিদ্যুৎ আসলেতো যাবে

বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। সেখানে সরবরাহ পাচ্ছি মাত্র ৫ মেগাওয়ার্ড। ৮ মেগাওয়ার্ড বিদ্যুতের লোডশেডিংতো থেকেই যাবে। জানাগেছে, আমতলী উপজেলায় ৬৭ হাজার পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। ওই পরিবারের প্রতিদিন ১৩ মেগাওয়ার্ড বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু গত ১৫ দিন ধরে বিদ্যুতের তীব্র লোডশেডিং দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন গড়ে চার-পাঁচ ঘন্টাও বিদ্যুৎ থাকে। অবশিষ্ট সময় কোন না কোন ভাবে লোডিশেডিং হচ্ছে। এমন লোডশেডিং এর কারনে আমতলী জনজীবন অতিষ্ট হয়ে ওঠেছে। গৃহিনী রুমা আক্তার বলেন, এখন বিদ্যুতের যন্ত্রনাই চরম। দিনেতো থাকেই না, আসে আর যায়, রাতে একটু থাকলেও তা গেলে আর আসেনা। বিদ্যুতের যন্ত্রনা থেকে রক্ষায় জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাই। স্কুল ছাত্রী তানজিলা আক্তার বলেন, বিদ্যুতের কারনে রাতে লেখাপড়া প্রায় বন্ধ। এখন হারিকেন ছাড়া উপায় নেই। মাছ বিক্রেতা আব্দুল কাদের বলেন, বরফ না পাওয়ায় মাছ নিয়ে খুব বিপদে আছি। আল্লাই জানে কখন এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব। আমতলীর ফাতেমা আইস ফ্যাক্টরীর মালিক মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন, বিদ্যুতের কারনে বরফ উৎপাদন প্রায় বন্ধ। ব্যবসার অবস্থা বেশ খারাপ। মাছ ব্যবসায়ীদের বরফ দিতে পারছি না। এতে তাদেরও সমস্যা হচ্ছে।

১৬ ঘণ্টার তদন্ত : ঘুন পোকার

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী শেফালী বেগম এবং তিন ছেলে রুবেল শরীফ, রুমান শরীফ ও রাসেল শরীফকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা কুঠারসহ গুরুত্বপূর্ণ আলামত। রোববার (৯ আগস্ট) রাতে ভাণ্ডারিয়া থানায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার সকাল আনুমানিক ৬টার দিকে তেলিখালী ইউনিয়নের বেরিবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় রক্তাক্ত একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ভাণ্ডারিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা হয় ইসমাইল শরীফ হিসেবে। মরদেহ উদ্ধারের পর ঘটনাটি প্রথমে একটি ক্লুলেস হত্যাকাণ্ড হিসেবেই সামনে আসে। পুলিশ মরদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি শুরু করে ছায়া তদন্ত। প্রাথমিক সন্দেহের তালিকায় আসে নিহতের স্ত্রী ও তিন ছেলে। তাদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও শুরুতে তারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে দাবি করেন। তদন্তে নাটকীয় মোড় আসে মরদেহের সুরতহাল ও ছবি বিশ্লেষণের সময়। তদন্তকারীদের নজরে পড়ে নিহতের মাথা ও কানের পাশে থাকা কাঠখেকো ঘুন পোকার গুঁড়ো। এই সামান্য আলামত নিয়েই তদন্তকারীদের সন্দেহ হয়, হত্যাকাণ্ডের মূল ঘটনাস্থল হয়তো বেরিবাঁধ নয়। ঘুন পোকার গুঁড়ো যদি মরদেহে লেগে থাকে, তাহলে হত্যার আগে মরদেহ কোনো কাঠের ঘর বা কাঠের তৈরি স্থাপনার সংস্পর্শে ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা শুরু হয়। একপর্যায়ে তদন্তকারীরা নিশ্চিত হন নিহতের ঘরের বারান্দা চালার বাঁশ ও কাঠের গুঁড়ো, মাটির মেঝেতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন এবং রক্তের স্পষ্ট দাগ দেখতে পান। একের পর এক আলামত মিলতে থাকায় পুলিশের কাছে পরিষ্কার হতে থাকে, হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ইসমাইল শরীফের নিজের ঘরেই। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে ভেঙে পড়েন নিহতের ছোট ছেলে রাসেল শরীফ। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বারান্দার খাটের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা কুঠার। পরে রাতে সিআইডির ক্রাইম সিন টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করা হয় রক্তমাখা মাটি ও ঘুন পোকার গুঁড়োও। এ ছাড়া নিহতের স্ত্রী শেফালী বেগমের শরীরেও রক্তের চিহ্ন পাওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ। এসব আলামত ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে দীর্ঘদিনের পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহের বিষয়টি সামনে এসেছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারির ঘটনা ঘটত বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। তবে হত্যাকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ ও প্রত্যেকের ভূমিকা তদন্তের মাধ্যমে আরও পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ভাণ্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, ঘটনাস্থলের অতিক্ষুদ্র আলামত ও তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে মাত্র ১৬ ঘণ্টার মধ্যে ক্লুলেস হত্যাকাণ্ডটির রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। গ্রেফতার চারজনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষা ও অধিকতর তদন্ত শেষে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হবে।

পরীক্ষায় ফেল করায়

তাৎক্ষণিকভাবে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাকে রেফার করেন। বর্তমানে তাকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

বাংলাদেশে এসে উজিরপুরের

ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে ছিল উৎসবের আমেজ। ভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির দুই মানুষের এই মিলনকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও ছিল আনন্দ ও আগ্রহ। নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে বিয়ের আয়োজন। কনের বাবা অমল ডাকুয়া বলেন, মেয়ের বিয়েতে আমরা খুশি। আমাদের জানামতে, দুই পরিবারের সম্মতিতেই তাদের বিয়ে হয়েছে। মেয়ের নতুন জীবনের জন্য আমরা শুভকামনা করি। তারা যেন সুখে-শান্তিতে সংসার করতে পারে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কনের মা আরতী ডাকুয়া বলেন, মেয়ের বিয়ে হয়েছে, এতে আমরা আনন্দিত। মেয়ের সিদ্ধান্ত ও তাদের সম্পর্কের বিষয়ে আমরা জানতাম। দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে হওয়ায় আমরা খুশি। মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন যেন সুন্দর হয়, সেটাই চাই। স্থানীয় বাসিন্দা রানা মণ্ডল বলেন, ভালোবাসার কোনো সীমানা নেই- এই বিয়ের মধ্য দিয়ে সেটিই যেন প্রমাণ হয়েছে। ভিন্ন দেশের দুজন মানুষ একে অপরকে ভালোবেসে নতুন জীবন শুরু করেছেন, এটা সত্যিই আনন্দের বিষয়। হারতা ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা নুর হোসেন হাওলাদার বলেন, বিষয়টি শুনেছি। সামাজিকভাবে চীনা যুবক ও বাংলাদেশি ওই তরুণীর বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানতে পেরেছি।

চিকিৎসক সংকটে বরগুনা

হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ছয় শতাধিক রোগী বহির্বিভাগে এবং ৩৫০ জনের বেশি রোগী অন্তর্বিভাগে চিকিৎসা নেন। চিকিৎসক সংকটের কারণে একজন চিকিৎসককে দিনে ১০০ থেকে ১৫০ কিংবা তারও বেশি রোগী দেখতে হচ্ছে। ফলে রোগীদের প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। হাসপাতালের বিভাগগুলোতেও রয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংকট। মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, শিশু, অর্থোপেডিকস, চক্ষু, নাক-কান-গলা ও অ্যানেসথেসিয়াসহ বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ না থাকায় জটিল রোগীদের বরিশাল ও ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। একই কারণে ব্যাহত হচ্ছে অস্ত্রোপচার কার্যক্রমও। হাসপাতালের আবাসিক সার্জন ডা. তাজকিয়া সিদ্দিকাহ বলেন, চিকিৎসক সংকটের কারণে বহির্বিভাগে একজন চিকিৎসককে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ রোগী দেখতে হচ্ছে। এত বেশি রোগীর চাপের মধ্যে প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। আরএমও ডা. মাহমুদ মুরশীদ আল মামুন জানান, মাত্র দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে এত রোগীর চাপ সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছে। বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. আবু ফাত্তাহ জানান, চিকিৎসক সংকটের বিষয়টি সত্য। শূন্য পদে দ্রুত চিকিৎসক পদায়নের জন্য প্রতি মাসেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো হচ্ছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

শেখ হাসিনা এবং হাদির হত্যাকারী

হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী সাক্ষাৎ করতে গেলে এই অনুরোধ পুর্নব্যক্ত করা হয়। সোমবার সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব শাহাদাৎ স্বাধীন এ কথা জানান। বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় হাইকমিশনারকে স্বাগত জানান। হাইকমিশনার ঢাকায় গত দুই মাসের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এ সময় বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়? বাংলাদেশ আশা করে, ভারত শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে। একই সঙ্গে শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হত্যাকারীদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়েও ভারতের প্রতি অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমরা শুধু সীমান্তই ভাগাভাগি করি না

সোমবার (১০ আগস্ট) সকালে তাদের এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের হাইকমিশনার বলেন, খুবই ভালো লাগলো। আমরা পাবলিক ফিগার থেকে আরও বেশিদূর এগিয়ে সাক্ষাৎ করেছি, একজন কূটনীতিক হিসেবে নয়। তাহলে এটা মানুষে-মানুষে যোগাযোগের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আমি খুবই আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হলো। আর একদম দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন মনে হয়নি যে প্রথমবার আমি তার সঙ্গে দেখা করছি। তিনি খুবই ভালো, খুবই হাম্বল। দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, খুবই ভালো, খুবই ভালো আলোচনা হলো, খুবই ভালো... লুকিং ফরওয়ার্ড। আমাদের ইনভাইটেশন তো আগে থেকে আছে। প্রাইম মিনিস্টার অব ইন্ডিয়া লুকিং ফরওয়ার্ড এবং ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। দুই নেতা একসঙ্গে বসলে আলোচনা হলে, ডেমোক্রেসিতে ইস্যু থাকবে, ইস্যু না থাকলে ওটা ডেমোক্রেসি নয়। তিনি বলেন, আমাদের ইস্যু হবে, বাংলাদেশের ইস্যু হবে। কিন্তু মানুষের ইস্যু একটাই-যে ভালো সম্পর্ক। ভালো সম্পর্ক হলো উইন-উইন সিচুয়েশন। আমাদের যে হিস্টরিক্যাল সম্পর্ক আছে, ওইটা তো আপনি বদলাতে পারবেন না। আমাদের নেইবারহুড তো বদলাতে পারবেন না। আমি সবসময় বলি যে উই ডোন্ট অনলি শেয়ার দ্য বর্ডার, শেয়ার ড্রিমস। দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, আমার মনে হচ্ছে আগামী দিন ভালোই হবে। ইস্যুটা সর্ট আউট করতেই হবে দুদিক থেকে। আর আই এম ভেরি কনফিডেন্ট, আই এম ভেরি ভেরি কনফিডেন্ট। আমার খুবই খুবই ভালো লাগছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো প্রথমবার। আমি দুই নেতার প্রতিই কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি, এমন কোনো ইস্যু নেই যা আমরা বসে সমাধান করতে পারবো না। আমার এখানে আসা, আমার প্রধানমন্ত্রীও আমাকে সবসময় এটা বলেছেন যে সম্পর্ক ভালো থাকা বিশেষ দরকার। নাহলে আমি কেন আসি? এ সময় ব্রিকস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী অংশ নিতে ভারত যাবেন কি না এমন প্রশ্নে ভারতের হাইকমিশনার বলেন, হবে হবে, সবই ভালো, ইতিবাচক সবকিছুই হবে।

ভারতে পালিয়ে যাওয়ার

নিয়ে জহিরুল শিকদারকে গ্রেপ্তার হওয়া প্রধান আসামি সেন্টু সিকদারসহ অন্যান্য অভিযুক্তরা মিলে বেধড়ক মারধর করে। একপর্যায়ে প্রধান অভিযুক্ত সেন্টু শিকদার লোহার রড দিয়ে ভিকটিমের মাথায় আঘাত করলে সে গুরত্বের রক্তাক্ত জখম হয়। ওইসময় ভিকটিম জহিরুলের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ভিকটিমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়া গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভিকটিম জহিরুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ভিকটিমের স্ত্রী মনি বেগম বাদি হয়ে বরিশাল আগৈলঝাড়া থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এদিকে হত্যাকান্ডের পর থেকেই র‍্যাব-৮ এর বরিশাল সদর কোম্পানী ঘটনার ছায়া তদন্ত শুরু করে। অপরাধীরা অত্যন্ত চতুরতার সাথে এলাকা ত্যাগ করে আত্মগোপনে চলে যায় এবং প্রধান আসামি সেন্টু শিকদার অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বরিশাল র‍্যাব-৮ এর সদস্যরা সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এবং তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে মামলার প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। বরিশাল র‍্যাব-৮ এর মিডিয়া অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কামরুজ্জামান জানান, র‍্যাব-৮ এর বরিশাল সদর কোম্পানী, বরিশাল, র‍্যাব-১ এর গাজীপুর সিপিএসসি, র‍্যাব-৩ এর সিপিসি-২ এবং র‍্যাব-১৪ এর ময়মনসিংহ সদর কোম্পানীর যৌথ আভিযানিক দল নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানাধীন বড় বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। ওইসময় ভারতে পলায়নকালে সেন্টু শিকদারকে (৪১) গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্তকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ময়মনসিংহ জেলার কোতয়ালী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ছাত্রদল নেতার ‘অগ্নিবীজ থেকে জুলাই

ও প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারি বিএম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. শেখ মোহাম্মদ তাইজুল ইসলাম, বরিশাল হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আকতারুজ্জামান, বরিশাল মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব জিয়াউদ্দিন সিকদার জিয়া, বরিশাল জেলা জাসাসের সভাপতি সাব্বির নেওয়াজ সাগর, বিএম কলেজের শিক্ষক প্রফেসর ড. জাবের, শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. সাইফুর রহমান হাওলাদার, প্রফেসর আক্তার উদ্দিন, প্রফেসর জাহাঙ্গীর কবির ও প্রফেসর গোলাম রাব্বি।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, মহানগর ছাত্রদলের সাবেক ১ নম্বর সহসভাপতি মুশফিক রহমান ওভিসহ শিক্ষক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে অতিথিরা তাদের বক্তব্যে “অগ্নিবীজ থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান “ বইয়ের সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং জুলাইয়ের চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখতে ও স্মৃতি ধারণ করে রাখতে এই বই অনেক ভূমিকা রাখবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বইয়ের লেখক বিএম কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক, ২০২০-২০২১ সেশনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ওয়ালিদ বিন সালাউদ্দিন বলেন, “জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমার কাছে শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; এটি আমার দেখা, অনুভব করা এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেওয়া একটি উত্তাল সময়। একজন ছাত্ররাজনীতির কর্মী ও আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে সেই দিনগুলোর অনেক ঘটনা খুব কাছ থেকে দেখেছি। আন্দোলনের সময়কার মানুষের সাহস, আত্মত্যাগ, প্রতিরোধ, আবেগ এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। সেখান থেকেই মনে হয়েছে; এই সময়ের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও ঘটনাপ্রবাহ লিখে রাখা জরুরি। কারণ সময়ের সঙ্গে অনেক স্মৃতি হারিয়ে যায়, অনেক ঘটনা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। তাই নিজের দেখা ও অনুভব করা বাস্তবতাগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করার তাগিদ থেকেই প্রথম বই লেখার ভাবনাটি আসে”। বইটির নামকরণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন,”বইটির নাম “অগ্নিবীজ থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান”। ‘অগ্নিবীজ’ বলতে আমি সেই প্রথম প্রজ্জ্বলনকে বোঝাতে চেয়েছি, যা দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, বৈষম্য, ক্ষোভ ও অন্যায়ের ভেতর নীরবে জন্ম নিয়েছিল। সেই অগ্নিবীজ ধীরে ধীরে ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধে বিস্তৃত হয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। তাই নামটির মধ্যেই আমি পুরো আন্দোলনের যাত্রাপথকে ধারণ করার চেষ্টা করেছি। তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তিনি বলেন,”আন্দোলনের দিনগুলোর স্মৃতি সংরক্ষণ করতে আমি নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সেই সময়ের বিভিন্ন ঘটনা, স্মৃতি, নোট, ছবি, ভিডিও এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ওপর নির্ভর করেছি। কোন ঘটনা কখন ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে এবং সেই সময়কার পরিবেশ কেমন ছিল,এসব বিষয়কে ধারাবাহিকভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি”। বইয়ের পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখক বলেন,” আমি চাই, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে শুধু একটি তারিখ বা রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে না দেখে এর পেছনের মানুষের অনুভূতি, সাহস, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকে উপলব্ধি করুক। আমার বার্তা খুব সরল; অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সচেতনতা, সাহস, ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাই পরিবর্তনের বড় শক্তি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সুন্দর বাংলাদেশ নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে,এটাই আমার প্রত্যাশা। পরিশেষে নিজের প্রথম বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন,”নিজের লেখা প্রথম বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করতে পারা নিঃসন্দেহে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ও আবেগঘন মুহূর্ত। একজন লেখকের জন্য প্রথম বই প্রকাশ নিজেই বিশেষ অনুভূতির; আর সেই বই যখন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত একটি ঐতিহাসিক সময়কে ধারণ করে, তখন অনুভূতিটা আরও গভীর হয়। সবচেয়ে ভালো লাগছে মানুষের আগ্রহ ও ইতিবাচক সাড়া দেখে। আমি মনে করি, একজন লেখকের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো পাঠকের কাছে তার লেখা পৌঁছানো এবং পাঠকের মনে কোনো ভাবনা বা প্রশ্নের জন্ম দেওয়া। সেই জায়গা থেকে পাঠকদের ভালোবাসা ও উৎসাহ আমার জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা”।

পায়রা সেতু চেকপোস্টে ১ হাজার

পটুয়াখালী-পায়রা সেতু এলাকায় একটি হাইয়েস মাইক্রোবাসে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এ সময় মাইক্রোবাসে থাকা মুস্তাফিজুর রহমানের ব্যাগ তল্লাশি করে সর্বমোট ১ হাজার ৬১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে তার কাছ থেকে নগদ ৩৫ হাজার টাকা, একটি মোবাইল ফোন ও ব্যাগটি জব্দ করা হয়। আটক মুস্তাফিজুর রহমানের বাড়ি শরীয়তপুর জেলায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ইয়াবাগুলো কলাপাড়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন। তবে ইয়াবাগুলো কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দুমকি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সেলিম উদ্দিন জানান, জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় মুস্তাফিজুর রহমানকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

দুর্নীতির অভিযোগে ঝালকাঠি

পরীক্ষা করেন। পরিদর্শনের সময় ভুক্তভোগী কৃষকরা এলএসডির বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ করেন। ঝালকাঠি সদর উপজেলার কৃষক মহিদুল ইসলাম অভিযোগ করে জানান, আমার কাছ থেকে প্রতি বস্তায় ১৩০ টাকা করে নিয়েছেন আব্দুল্লাহ আল মামুন। এছাড়া তিনটি কৃষক কার্ডের বিপরীতে তাদের কাছ থেকে আরও ১০ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। এর আগে কখনো এমন হয়নি বলেও তিনি জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সদর উপজেলার আরেক কৃষক জানান, নির্ধারিত ৪০ কেজির বদলে কৃষকদের কাছ থেকে ৪২ কেজি করে ধান নেওয়া হতো। নিম্নমানের ধানও সরকারি নির্ধারিত দামে কেনা হতো। এ ছাড়া কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকাও নিয়েছেন আব্দুল্লাহ। এ ব্যাপারে জিয়াউদ্দিন হায়দার বলেন, গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার নিয়ে কোনো ধরনের অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না। কৃষক, শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষায় প্রশাসন ও রাজনৈতিক অঙ্গনের সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

পিরোজপুরে ৪ নদীর ভাঙনে

ও জিয়ানগর উপজেলার বহু জনপদের হাজার হাজার মানুষ নদীভাঙনে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলাটির বিভিন্ন এলাকা বর্তমানে মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে। নদীভাঙনের কবলে পড়ে পিরোজপুর সদর উপজেলার টোনা ইউনিয়নের চরলখাকাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির মাঠ ইতোমধ্যেই কঁচা নদীতে বিলীন হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় বিদ্যালয়টি অন্য জায়গায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্থানীয় সুজন হাওলাদার। অন্যদিকে, কালিগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠি সীমানার বিভিন্ন এলাকায় গত দুই বছরের তুলনায় এ বছর ভাঙন আরও তীব্র হয়েছে। এতে শ্রীরামকাঠি দক্ষিণ বাজার থেকে চলিশা-জীবগ্রাম হয়ে সাবেকডাঙা পর্যন্ত শত শত বিঘা ফসলি জমি বিলীন হয়েছে। হুমকির মুখে পড়েছে চলিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একাধিক মসজিদ, মন্দির ও যোগাযোগের মূল সড়ক। ভাঙনের কারণে কালিগঙ্গার তীরেই হুমকিতে পড়েছে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ। ভুক্তভোগী নাজমুল ইসলাম ও বাদশা ফকির জানান, বহু মানুষ আজ ভূমিহীন। দ্রুত বেড়িবাঁধ না দিলে শেষ রক্ষা হবে না। কাউখালী উপজেলার পশ্চিম পাড়ে গত ৩০-৩২ বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে সন্ধ্যা নদীর তাণ্ডব। সোনাকুর, হোগলা, বেতকা, সয়না, রঘুনাথপুর, রোঙ্গাকাঠী ও গন্ধর্ব এলাকার বিস্তীর্ণ জনপদ বিলীন হতে হতে এখন নদীগর্ভে। এতে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে সোনাকুরের পালবাড়ি ও ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প। ভিটেমাটি হারানো ভুক্তভোগী সুমন কুন্ডু আফসোস করে বলেন, সামনে থাকা দুই বিঘা জমি নদী নিয়ে গেছে, বাকিটুকু কখন তলিয়ে যায় সেই চিন্তায় থাকতে হয়। দীর্ঘ তিন দশকেও ভাঙন রোধে স্থায়ী কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ স্থানীয়দের। কৈবর্তখালী গ্রামের বুরুজান বিবি আকুতি জানিয়ে বলেন, নদী তার সব কেড়ে নিয়েছে। এখন কেবল একটি ঘর অবশিষ্ট আছে। টেকসই বেড়িবাঁধ না হলে এই শেষ সম্বলটুকুও তিনি হারাবেন। এছাড়া স্থানীয় মসজিদের ইমাম রফিকুল ইসলাম জানান, ভাঙনের কারণে শিশুদের যাতায়াত যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি মসজিদটিও এবার নদীগর্ভে চলে যাওয়ার শঙ্কায় আছে। জেলে সাত্তার শেখ জানান, জোয়ারের পানিতে পুরো এলাকা তলিয়ে যায়, বন্যার সময় আশ্রয়ের কোনো জায়গা থাকে না। পানি উন্নয়ন বিভাগের তথ্যমতে, জেলার সাতটি উপজেলার বেশিরভাগ অঞ্চলই নদীবেষ্টিত। এখানে ৬টি পোল্ডারে ৩৩৩ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ থাকলেও বহু এলাকা অরক্ষিত এবং বাঁধগুলো বেশ দুর্বল। পিরোজপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী আবু জাফর মো. রাশেদ খান জানান, অরক্ষিত এলাকাগুলোর কোথাও ভাঙন দেখা দিলে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বর্তমানে সন্ধ্যা, বলেশ্বর ও কঁচা নদীর ভাঙন নিয়ে একটি ‘ফিজিবিলিটি স্টাডি’ বা সমীক্ষা চলছে। সমীক্ষা শেষ হলেই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় ভুক্তভোগীরা সাময়িক কোনো ব্যবস্থা না চেয়ে নদীর গতিপথ ও ভাঙনপ্রবণতা বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি বেড়িবাঁধ এবং সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণের জোর দাবি জানিয়েছেন। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পিরোজপুরের আরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি ও জনপদ নদীগর্ভে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

মেঘনার ভাঙনে হুমকির

উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। সরেজমিনে দেখা গেছে, মেঘনার তীব্র ভাঙন চলছে ভোলার সদর উপজেলার শিবপুর ও দৌলতখান উপজেলার মেদুয়া ইউনিয়নের কয়েকটি পয়েন্টে। এতে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে দুই ইউনিয়নের ফসলি জমি, বসতঘর ও দোকানপাট। ইতোমধ্যে মেঘনার গর্ভে চলে গেছে শিবপুরের ভোলার খাল মৎস্য ঘাটটিও। তবে মেঘনার ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে বারবার জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই ভাঙন রোধ করা যাচ্ছে না। ফলে নদীভাঙনের কারণে নিঃস্ব হচ্ছেন মানুষ। বর্তমানে চলতি বর্ষা মৌসুমে মেঘনা নদী যেন রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। এতে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। হুমকির মুখে পড়েছে ওই দুই ইউনিয়নসহ ভোলা শহর। শিবপুর ইউনিয়নের ভোলার খাল সংলগ্ন বেড়িবাঁধ এলাকার রিংকু বেগম বলেন, ‘একে একে মেঘনা নদীর সাতবার ভাঙনের শিকার হয়েছি।’ একই এলাকার রাবেয়া বেগম বলেন, ‘তিনবার ভাঙনের শিকার হয়ে ফসলি জমি ও বসতঘর হারিয়ে এখন সরকারি জমিতে কোনো রকমে ঘর তুলে বসবাস করছি।’ শিবপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. রুবেল ও মেদুয়া ইউনিয়নের মাঝিরহাট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মো. হেলাল বলেন, গত কয়েক বছর ধরে মেঘনার ভাঙন দেখা দিয়েছে। শিবপুরের ভোলার খাল মৎস্য ঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে মেদুয়ার মাঝিরহাট বাজার সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত ভাঙনের তীব্রতা বেশি। নদী এখন মূল বেড়িবাঁধের কাছে চলে আসছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে সিসি ব্লক দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করা না হলে মূল বেড়িবাঁধ ভেঙে শিবপুর ও মেদুয়া ইউনিয়ন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এছাড়াও হুমকির মুখে রয়েছে ভোলা শহরও। ভোলার খাল এলাকার বাসিন্দা মো. আবুল মালেক ও মিজানুর বলেন, নদীর ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বারবার জিও ব্যাগ ডাম্পিং করছে। কিন্তু কয়েকদিন পরই ব্যাগ নদীর স্রোতে চলে যাচ্ছে। কিছুতেই জিও ব্যাগ ও টিউব ফেলে ভাঙন রোধ করা যাচ্ছে না। নদীভাঙন রোধের জন্য স্থায়ী সিসি ব্লক দিয়ে বাঁধ নির্মাণের দাবিতে আন্দোলন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস ঘেরাও কর্মসূচিও করেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সরকারের কাছে জোর অনুরোধ করছি, ভাঙন রোধের জন্য সিসি ব্লক দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করা হোক। ভোলা পানি উন্নয়ন বোর্ড-১-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জিয়া উদ্দীন আরিফ বলেন, সিসি ব্লক ব্যয়বহুল প্রকল্প। রাজস্ব খাতে উন্নয়ন ও মেইনটেন্যান্স কাজের বার্ষিক বাজেট থাকে দুই থেকে তিন কোটি টাকা। ওই টাকা দিয়ে সিসি ব্লকের বাঁধ নির্মাণ সম্ভব হয় না। শুধু জিও ব্যাগের কাজই সম্ভব। তাই জিও ব্যাগ ফেলা হয়। তিনি আরও বলেন, প্রায় চার কিলোমিটার ভাঙনের শিকার হলেও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকায় গত দেড় বছরে প্রায় নয় কোটি টাকার জিও ব্যাগ ও জিও টিউব ফেলা হয়েছে। তবে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সিসি ব্লকের বাঁধ নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধ করা হবে।

গাছের চারার বদলে ডাল

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গ্রুপে আপলোড করেন। এই লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ১৯ জুলাই কাউখালী উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম সরেজমিন তদন্ত করে সত্যতা পান। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এদিকে একই সোনাক্ষির সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিলন কৃষ্ণ পালের বিরুদ্ধে চরিত্র হনন ও নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ এনে বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিকার চেয়েছেন একই বিদ্যালয়ের নারী সহকর্মী ফেরদৌসী আক্তার । এ বিষয়ে কাউখালী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ওয়াহিদুল ইসলাম জানান, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া নারী শিক্ষকের দেওয়া অভিযোগটি তদন্ত করে বিধি মোতাবেক দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মনপুরায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মনপুরা প্রতিনিধি

ভোলার মনপুরায় খেলতে গিয়ে পুকুরের পনিতে ডুবে আড়াই বছর বয়সী তাসমিয়া নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহত তাসমিয়া উপজেলার মরপুরা ইউনিয়নের ঈশ্বরগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা মতিন মিয়ার কন্যা। সোমবার (১০ আগস্ট) দুপুরের দিকে তার নিজ বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাড়ির অন্যান্য শিশুদের সাথে উঠানে খেলছিল শিশু তাসমিয়া। এক পর্যায়ে অসাবধানতাবশত বাড়ির উঠানের পাশে পুকুরে পড়ে যায় সে। পরে তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় শিশু তাসমিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মনপুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. খালিদ হাসান তানিম জানান, পুকুরের পানিতে পড়ে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছে।

হারিয়েছে

আমার মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স পি এল সি এর মূল বীমা দলিল হারিয়েছে যাহার পলিসি নং TB877187 নামঃ রোকেয়া বেগম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বরিশাল।

১১/০৮/২০২৬ খ্রিঃ

পলাতক আসামীদের আদালতে হাজির হওয়ার বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন তফসিলে উল্লেখিত আসামীদের বিরুদ্ধে তাদের নামের পাশের ১নং কলামে বর্ণিত মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী রয়েছে এবং ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৭ ও ৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক উল্লেখিত আসামীদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু বিজ্ঞ আদালতের বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, ৪নং কলামের আসামীরা পলাতক হয়েছে অথবা নিজে আত্মগোপন করেছে। যেহেতু, উক্ত আসামীরা গ্রেফতার হয়ে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ হওয়ার আশু সম্ভাবনা নাই। সেহেতু বিজ্ঞ আদালতের আদেশের মর্মমতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩৯/বি(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন তফসিলের ৪নং কলামের আসামীদেরকে ১নং কলামে বর্ণিত মামলায় বিচারের জন্য অত্র বিজ্ঞ জারী হওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির হওয়ার জন্য এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হবে।

মামলা নং	বিচারাধীন আদালতের নাম	ধারা	পলাতক আসামীর নাম ও ঠিকানা
সি আর মামলা নং ৪৭/২০২১	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত ১	১৮৮১ সালের এন আই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা	রিনা আক্তার, পিতা-খলিল সিকদার, মাতা-শাহানুর বেগম, গ্রাম-উত্তর আমানতগঞ্জ, পোঃ বরিশাল, থানাঃ কোতয়ালী, জেলা বরিশাল।
সি আর মামলা নং ৮৭৮/২০২২	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত ১	১৮৮১ সালের এন আই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা	নুরজাহান, পিতা- কাসেম শরিফ, গ্রাম- ফেদাই নগর, পোঃ সেহাকাঠী ৮৬০০, থানা-পটুয়াখালী সদর, জেলা-পটুয়াখালী
সি আর মামলা নং ৫১৯/২০২৪	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত ১	১৮৮১ সালের এন আই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা	মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা-আঃ মজিদ খান, সাং- পুরতিন হাসপাতাল নতুন বাজার, পোঃ পটুয়াখালী ৮৬০০, থানাঃ পটুয়াখালী সদর, জেলাঃ পটুয়াখালী।
সি আর মামলা নং ৫২০/২০২৪	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত ১	১৮৮১ সালের এন আই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা	মোঃ বাদশা, পিতা-আঃ রহিম পেয়াদা, সাং- সবুজবাগ, পোঃ পটুয়াখালী ৮৬০০, থানা-পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী পৌরসভা, জেলা– পটুয়াখালী।
সি আর মামলা নং ৫২৩/২০২৪	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত ১	১৮৮১ সালের এন আই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা	আঃ ছালাম গাজী, পিতাঃ জবেদ গাজী, সাং- বহলগাছিয়া, পোঃ বহলগাছিয়া ৮৬০০, থানা-পটুয়াখালী সদর, জেলা-পটুয়াখালী।
সি আর মামলা নং ৫২৪/২০২৪	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত ১	১৮৮১ সালের এন আই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা	আবদুল বারী, পিতাঃ সেরাজ উদ্দিন প্যাদা, সাং- সবুজবাগ প্যাদা, পোঃ পটুয়াখালী সদর ৮৬০০, থানা-পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী পৌরসভা, জেলা– পটুয়াখালী।
সি আর মামলা নং ১৩০৯/২০২৩	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত ১	১৮৮১ সালের এন আই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা	আবু তালিব রিদম, পিতা- মোঃ হারুন মৃধা,সাকিন-কালাইয়া,পোঃ কালাইয়া ৮৬২৪,থানাঃ বাউফল,জেলা-পটুয়াখালী।
সি আর মামলা নং ১০১০/২০২১	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত	১৮৮১ সালের এন আই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা	মোঃ বাবু সিকদার, পিতা- মোঃ রশিদ সিকদার, সাকিন- শহীদ স্বরনী, রীড রোড, পোঃ ঝালকাঠী ৮৪০০, থানা-ঝালকাঠী সদর, জেলা-ঝালকাঠী।
সি আর মামলা নং ৩৩৬/২০২১	অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত	১৮৮১ সালের এন আই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা	পারভীন (৪৩) পিতা- মোসলেম হাওলাদার, মাতা- জয়নব বিবি, সাং- আমতলা সড়ক পশ্চিম, পোঃ বরগুনা, থানা- বরগুনা, জেলা- বরগুনা।

(এস এম শরিয়ত উল্লাহ)
অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
বরিশাল।

আমরা শুধু সীমান্তই ভাগাভাগি করি না স্বপ্নও ভাগাভাগি করি: দীনেশ ত্রিবেদী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে প্রথমবারের মতো সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎ শেষে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। আমার কাছে সবই ইতিবাচক মনে হয়েছে। ৩ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ মঙ্গলবার ॥ ১১ আগস্ট ২০২৬ ॥ ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩

‘শেখ হাসিনা এবং হাদির হত্যাকারী প্রত্যর্পণের অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ’

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ও শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের প্রত্যপর্ণের অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেছে বাংলাদেশ। সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় ৩ এর পাতায় দেখুন

জাহানারা ইসরাইল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে শতভাগ পাস করায় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সালেহ এম শেলীকে নিয়ে আনন্দ উল্লাস করেন শিক্ষার্থীরা -কীর্তনখোলা

চিকিৎসক সংকটে বরগুনা জেনারেল হাসপাতাল

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনার ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা। অনুমোদিত ৮১টি চিকিৎসক পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র ১৫ জন। শূন্য রয়েছে ৬৬টি পদ। এর মধ্যে ৫৫টি মেডিকেল কর্মকর্তা পদের ৪৭টিই শূন্য। আর ১৭টি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র দুজন। এতে চিকিৎসাসেবা দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সূত্র জানায়, ২০১০ সালে হাসপাতালটি ১০০ থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হলেও সে অনুযায়ী চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ফলে শয্যা সংখ্যা বাড়লেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও জনবল না থাকায় কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ৩ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে এসে উজিরপুরের মেয়েকে বিয়ে করলেন চীনা যুবক

উজিরপুর প্রতিনিধি

প্রেমের টানে সুদূর চীন থেকে বরিশালের উজিরপুরে এসে বাংলাদেশি তরুণীকে বিয়ে করেছেন চীনা যুবক বাই জিন সিং। দুই দেশের সীমানা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা পেরিয়ে ভালোবাসার এই বন্ধনকে ঘিরে উজিরপুরে তৈরি হয়েছে আনন্দঘন পরিবেশ। জানা গেছে, উপজেলার ২ নম্বর হারতা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অমল ডাকুয়ার বড় মেয়ে অর্চনা ডাকুয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক ছিল বাই জিন সিংয়ের। সেই সম্পর্কের টানে চীন থেকে উজিরপুরে আসেন তিনি। পরে দুই পরিবারের সম্মতিতে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন ৩ এর পাতায় দেখুন

১৬ ঘণ্টার তদন্ত : ঘুন পোকার গুঁড়োতেই মিললো খুনের ক্লু

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি

মরদেহ পড়ে ছিল নদীর বেরিবাঁধের পাশে। দেখে মনে হচ্ছিল, সেখানেই হয়তো খুন করা হয়েছে কিন্তু পুলিশের চোখে ধরা পড়ে মরদেহের মাথা ও কানের পাশে লেগে থাকা কাঠখেকো ঘুন পোকার গুঁড়ো। সেই অতি ক্ষুদ্র আলামতই শেষ পর্যন্ত খুলে দেয় পুরো হত্যার রহস্যের জট। মাত্র ১৬ ঘণ্টার তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার তেলিখালী ইউনিয়নের হরিণপালা এলাকায় ইসমাইল শরীফ (৬০) কে বাইরে নয়, তার নিজের বসতঘরেই কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পরে হত্যার ঘটনা আড়াল করতে মরদেহ নিয়ে ফেলে রাখা হয় নদীর বেরিবাঁধ এলাকায়। এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই জয়নাল শরীফ বাদী হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ৩ এর পাতায় দেখুন

রাজাপুরে জাহাজের ধাক্কায় সেতু ভেঙে তিন উপজেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার পুটিয়াখালী এলাকার ঝালোবাড়ি খালে অবৈধ বালুবাহী জাহাজের ধাক্কায় সেতু ভেঙে গেছে। এতে রাজাপুর, কাঁঠালিয়া ও ভান্ডারিয়া- এই ৩ উপজেলার বড় একটি অংশের মানুষের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। সোমবার (১০ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ সড়কের সেতুটি ভেঙে পড়ায় কয়েক হাজার মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। স্থানীয়রা জানান, পুটিয়াখালী এলাকার ঝালোবাড়ি খালের ওপর নির্মিত সেতুটি দিয়ে প্রতিদিন ৩ উপজেলার বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষ চলাচল করেন। কয়েক বছর ধরেই আয়রন ২ এর পাতায় দেখুন

মেঘনার ভাঙনে হুমকির মুখে ভোলা শহর

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলায় মেঘনার তীব্র ভাঙনে সদর উপজেলার শিবপুর ও দৌলতখান উপজেলার মেদুয়া ইউনিয়নের প্রায় চার কিলোমিটার এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। এরই মধ্যে ফসলি জমি, বসতঘর ও দোকানপাট হারিয়েছেন অনেকে। বারবার জিও ব্যাগ ফেলেও ভাঙন ঠেকানো না যাওয়ায় আতঙ্কে স্থানীয়রা। তাদের আশঙ্কা, দ্রুত স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা না হলে হুমকির মুখে পড়বে ভোলা শহরও। ভাঙনকবলিত স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দ্রুত সিসি ব্লক দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করা না হলে শিবপুর ও মেদুয়া দুই ইউনিয়নই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এতে হুমকির মুখে পড়বে ভোলা শহর। দীর্ঘদিন ধরে ভাঙন চললেও সিসি ব্লক দিয়ে বাঁধ নির্মাণ না করায় পানি ৩ এর পাতায় দেখুন

গাছের চারার বদলে ডাল রোপন, কাউখালীতে প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত

কাউখালী প্রতিনিধি

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চারা গাছের পরিবর্তে ডাল পুঁতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের অভিযোগে পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার ১৪নং মধ্য সোনাকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্যামল চন্দ্র হালদারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কর্মসূচি অনুযায়ী গত ১৫ জুলাই প্রতিটি বিদ্যালয়ের আঙিনায় ফলদ, বনজ ও ঔষধি চারাগাছ রোপণের স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল। তবে অভিযুক্ত শিক্ষক সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে চারা গাছের পরিবর্তে গাছের ডাল রোপণ করান এবং সেই ছবি শিক্ষকদের ৩ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ আসলেতো যাবে, আসেই না!

আমতলী প্রতিনিধি

বিদ্যুৎ আসলেতো যাবে, আসেই না। সারা দিনে দুই একবার আসলেও তা ১০-১৫ মিনিটের বেশী টিকে না। বিদ্যুতের যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে ওঠেছে জনজীবন। আক্ষেপ করে এ কথা বলেছেন আমতলী পৌর শহরের বাসিন্দা মোঃ রিপন মুন্সি। তিনি আরো বলেন, বিদ্যুতের আশা ছেড়ে দিয়ে বিকল্প চিন্তা ভাবনা করছি। আমতলী পল্লী বিদ্যুতের জোনাল অফিসের এজিএম মোঃ কাওসার আহমেদ বলেন, চাহিদার চেয়ে সরবরাহ কম থাকায় এমন লোডশেডিং হচ্ছে। আমতলী উপজেলায় ১৩ মেগাওয়ার্ড ৩ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির অভিযোগে ঝালকাঠি এলএসডির কর্মকর্তা বদলি

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

কৃষকদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া ও নিম্নমানের চাল সরবরাহে অনিয়মের অভিযোগে ঝালকাঠি এলএসডির সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) মোহা. আব্দুল্লাহ আল মামুনকে মেহেরপুরের

মুজিবনগর উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। রবিবার (৯ আগস্ট) খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়। এর আগে গত ৬ আগস্ট কৃষকের বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে ঝালকাঠি গ্রেড-১ এলএসডি খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার। এ সময় তিনি গুদামে সংরক্ষিত ধান, চাল সরেজমিনে ৩ এর পাতায় দেখুন

এসএসসি ফলাফলে বাউফলে শীর্ষে কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার -২০২৬ ফলাফলে সর্বাধিক জিপিএ-৫ অর্জন করে শীর্ষস্থান দখল করেছে কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এবার বিদ্যালয়টি থেকে ১৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। বিদ্যালয়ের পাসের হার ৭০ দশমিক ২০ শতাংশ। সোমবার (১০ আগস্ট) সকালে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদৌসি শিরিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ বছর কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মোট ১৫১ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ মিলিয়ে ১০৬ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৬ জন জিপিএ-৫ অর্জন করেছে, যা বাউফল উপজেলার যেকোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্জনকারী শিক্ষার্থী জাকিয়া সুলতানা অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, “আমাদের এই সাফল্যের পেছনে ৩ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষায় ফেল করায় গ্যাসের ট্যাবলেট খেলো ছাত্রী

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফলে এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করায় গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে মিথিলা মালাকার নামের এক ছাত্রী। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বাউফল ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিলাস গ্রামের মিন্টু মালাকার ও সিতারানী মালাকারের মেয়ে মিথিলা মালাকার গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় একটি বিষয়ে ফেল করে। এবার পুনরায় পরীক্ষা দিলেও একই বিষয়ে তার ফলাফল খারাপ হয়। এ নিয়ে মা বকাবকি করায় সে ঘরে থাকা গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়ে ফেলে। বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের লোকজন তাকে ৩ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রদল নেতার ‘অগ্নিবীজ থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

আজিজুল হাকিম সামি, বিএম কলেজ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে “অগ্নিবীজ থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান” নামে বই প্রকাশ করে মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা উৎসব করেছেন বিএম কলেজ ছাত্রদলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিদ বিন সালাউদ্দিন। রবিবার (৯ আগষ্ট) বিকেল ৪ ঘটিকায় বিএম কলেজ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবনের শিক্ষক সম্মেলন কক্ষে তার প্রকাশিত বই “অগ্নিবীজ থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান” বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ৩ এর পাতায় দেখুন

পিরোজপুরে ৪ নদীর ভাঙনে দিশেহারা হাজারো পরিবার

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুরে কঁচা, বলেশ্বর, সন্ধ্যা ও কালিগঙ্গা নদীর তীব্র ভাঙনে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বছরের পর বছর নদীভাঙনে জেলাটির মানচিত্র বদলে যাচ্ছে। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুম এলেই ভয়াবহ রূপ নেয় নদীগুলো। ইতোমধ্যে অব্যাহত ভাঙনে বসতভিটা, ফসলি জমি, সড়ক ও বাজারসহ অসংখ্য স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নিঃস্ব হয়ে অনেক পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্পে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বা জীবনজীবিকার তাগিদে অন্যত্রে পাড়ি জমিয়েছে। পিরোজপুর সদর, নেছারাবাদ, কাউখালী, মঠবাড়িয়া ৩ এর পাতায় দেখুন

হিজলায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু

হিজলা প্রতিনিধি

হিজলা উপজেলার হিজলা-গৌরবদী ইউনিয়নের একতা বাজার এলাকায় অটোর নিচে পড়ে ইয়ামিন (৫) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১০ আগস্ট) একতা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইয়ামিন অটোর নিচে পড়ে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত একতা ডায়াগনস্টিকে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ইয়ামিন হিজলা-গৌরবদী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মাইদুল রাড়ীর সন্তান। শিশুটির আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্থানীয়দের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পায়রা সেতু চেকপোস্টে ১ হাজার ৬১০ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

দুমকি প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর দুমকিতে ১ হাজার ৬১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মুস্তাফিজুর রহমান (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে দুমকি থানা পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে নগদ ৩৫ হাজার টাকা, একটি মোবাইল ফোন ও একটি ব্যাগ জব্দ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুমকি থানার নিয়মিত চেকপোস্টে ৩ এর পাতায় দেখুন

ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় হত্যা মামলার আসামি সেন্টু গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে জহিরুল শিকদারকে (৪৬) হত্যার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার প্রধান আসামি সেন্টু শিকদার (৪১) ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে। বরিশাল র‍্যাব-৮ এর মিডিয়া অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কামরুজ্জামান পিপিএম-সেবা জানিয়েছেন, ভারতে পলায়নকালে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানাধীন বড় বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত সেন্টু শিকদার (৪১) বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার পশ্চিম গোয়াইল এলাকার মৃত আনিস শিকদারের ছেলে ও চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার প্রধান আসামি। র‍্যাব সূত্রে জানা গেছে, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরধরে গ্রেপ্তারকৃত সেন্টু শিকদারসহ মামলার অপর আসামিদের পরস্পর যোগসাজশে গত ১ জুলাই প্রথমে ভিকটিম জহিরুল শিকদারকে মারধর করা হয়। এরপর মীমাংসার কথা বলে ১ জুলাই দিবাগত রাত পৌনে ১০ টার দিকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। পরবর্তীতে গ্রামের পশ্চিম গোয়াইল মসজিদের পাশের সড়কে ৩ এর পাতায় দেখুন

বরিশালের ৪ নং ওয়ার্ডের উত্তর আমানতগঞ্জ এলাকা থেকে অপু সিকদার নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১২০ পুরিয়া গাঁজাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর -কীর্তনখোলা

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কম্পিউটারের সবকিছুই আপনার নাগালে
ঈশিতা কম্পিউটার
All Kinds Of Computer Solution.
Accessories Selling, Training
& Digital Photography
উপজেলা রোড, আগৈলঝাড়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১৩৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক
মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com